কুরআন হাদীসের আলোকে

# পাঁচ দফা কর্মসূচী

অধ্যাপক আবদুল মতিন

কুরআন হাদীসের আলোকে

# পাঁচ দফা কর্মসূচী

অধ্যাপক আবদুল মতিন

www.pathagar.com

**প্রকাশনায় ঃ**
**সাহাল প্রকাশনী**
৩০৮/১, খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা।

**প্রথম প্রকাশ ঃ**
মে- ২০০২ সাল

**প্রথম সংস্করণ ঃ**
সফর- ১৪৩৩ হিজরী
মাঘ- ১৪১৮ সন
জানুয়ারী- ২০১২ সাল

**প্রচ্ছদ ঃ**
ঈগল অ'ফসেট প্রেস
শামসুর রহমান রোড, খুলনা।

**অক্ষর বিন্যাস ঃ**
মাওঃ নাসির উদ্দিন
দেশ কম্পিউটার
শামসুর রহমান রোড, খুলনা।

## নির্ধারিত মূল্য ঃ ২৫ টাকা

**পরিবেশনায় ঃ**
**সাহাল বুক কর্ণার**
৩০৮,খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮৯০৭৬ (লেখক)
ঃ ০১১৯১-৭৮২২৮৬ (দোকান)

**প্রাপ্তিস্থান**

| | |
|---|---|
| কুরআন মহল, সিলেট। | কাটাবন বুক কর্ণার, ঢাকা। |
| ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল। | ঢাকা বুক কর্ণার, পুরানাপল্টন, ঢাকা। |
| আল-হেলাল লাইব্রেরী, যশোর। | তাসনিয়া বই বিতন, মগবাজার, ঢাকা। |
| আল-আমীন লাইব্রেরী, সিলেট। | খন্দকার প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা। |
| আল-আমীন লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা। | প্রফেসরস বুক কর্ণার, মগবাজার, ঢাকা। |
| একাডেমী লাইব্রেরী, দেওয়ান বাজার,চট্টগ্রাম। | প্রফেসর পাবলিকেশন, মগবাজার,ঢাকা। |

**এ ছাড়াও জেলা শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।**

www.pathagar.com

# ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে **কুরআন হাদীসের আলোকে পাঁচ দফা কর্মসূচি** বইটি প্রকাশ করে পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর আন্দোলন পরিচালনার জন্য যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন তা ছিলো ওয়াহী তথা আল কুরআনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী। তাঁর আন্দোলনের কর্মসূচী বিশ্লেষণ করলে আমরা পাঁচ দফা কর্মসূচীর সন্ধান পাই। এক কথায় তা হলো- ১. দাওয়াত ২. জামায়াত বা সংগঠন ৩. তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ ৪. সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার এবং ৫. রাষ্টীয় সংস্কার বা ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র। অর্থাৎ তিনি মানুষের কাছে ব্যাপক ভাবে দাওয়াত পৌছিয়ে দিয়েছেন, যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করে ইসলামের মধ্যে শামিল হয়েছেন তাদেরকে সংগঠিত করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহ ও কৌশলের তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি দুঃস্থ অসহায় আর্তমানবতার সেবা করেছেন এবং কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেছেন। সর্বশেষ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িত্ব রাষ্টীয় ভাবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করে একটি কল্যাণময় রাষ্টে পরিণত করেছেন। সুতরাং যুগ যুগ ধরে যারাই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করবেন তাদের অবশ্যই ওয়াহী দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত আল্লাহর নবী (সঃ) এর উপরোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেই করতে হবে। তাই বর্তমানে যারা অনুরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করে দ্বীন কায়েমের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের নেতা-কর্মীদের অবশ্যই জানা উচিত-পাঁচ দফা কর্মসূচীর অনুকূলে কুরআন হাদীসের রিফারেন্সগুলো কি কি? কেননা, প্রতিটি নেতা-কর্মীকে সেই অনুযায়ী নিজেকে যেমন গড়ে তুলতে হবে-তেমনি চূড়ান্ত সফলতার জন্য সে অনুযায়ী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। সুতরাং দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের ফরজিয়াতের আমলটি যারা করছেন, তাদের সহযোগিতার জন্যই ২০০২ সালে মে মাসে প্রথম বইটি প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে পাঠক-পাঠিকাদের পরামর্শ আনুযায়ী কিছু সংশোধনীসহ প্রকাশ করা হলো। আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিশেষ ভাবে সহায়ক হবে।

আমার অন্যান্য বই এর মতো এই বইটিও প্রকাশ করতে যে সমস্ত ভাই-বোন আমাকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন তাদের শুকরিয়া আদায় করছি এবং উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

বই প্রকাশের ক্ষেত্রে মুদ্রণ ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অত্যন্ত সাবধানতা এবং সতর্কতার সাথে সংশোধনী সহ প্রকাশের পরেও কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। এ জন্য প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার আবেদন, যদি আপনাদের কারো দৃষ্টিতে কোন ত্রুটি ধরা পড়ে অথবা পরামর্শ থাকে তাহলে সরাসরী আমাকে জানালে পরবর্তীতে যাচাই করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ পূনঃমুদ্রণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমার আকুল আবেদন, হে আল্লাহ! আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে আখিরাতে নাযাতের অছিলা বানিয়ে দিও। আমীন।

**মুহাম্মদ আবদুল মতিন**
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
দৌলতপুর কলেজ, খুলনা।

মে - ২০০২ সাল

www.pathagar.com

# সূচী পত্র


| | |
|---|---|
| ঈমান | ৫ |
| বিশুদ্ধ নিয়্যাত | ৭ |
| ইসলাম বা জ্ঞানার্জন | ৯ |
| বিশুদ্ধ কোরআন তেলায়াত ও তার ফজিলত | ১২ |
| মু'মীন জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য | ১৪ |
| ইসলামী আন্দোলন করা ফরজ | ১৬ |
| ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম | ১৯ |
| আল্লাহর পথে খরচ | ২১ |
| ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ত্যাগ-কুরবানী ও পরীক্ষা | ২৫ |
| শাহাদাতের মর্যাদা | ২৯ |
| তাকওয়া | ৩৩ |
| সবর | ৩৭ |
| প্রথম দফা কর্মসূচী ঃ দাওয়াত বা আহ্বান | ৪০ |
| দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী ঃ জামায়াত বা সংগঠন | ৪৩ |
| তৃতীয় দফা কর্মসূচী ঃ তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ | ৪৬ |
| ব্যক্তিগত রিপোর্ট | ৫০ |
| আনুগত্য | ৫১ |
| পরামর্শ | ৫৪ |
| ইহ্তেসাব | ৫৬ |
| চতুর্থ দফা কর্মসূচী ঃ সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার | ৫৭ |
| পঞ্চম দফা কর্মসূচী ঃ রাষ্ট্রীয় সংস্কার বা ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র | ৬০ |
| নোট | ৬৪ |


www.pathagar.com

# ঈমান

## আল-কুরআনে ঈমান ঃ

(١) هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۭ

১। (আল-কুরআন) সেই সব মুত্তাকীনদের হেদায়েত দান করে যারা গায়েবে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর (হে নবী) আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও আপনার পূর্বের (নবীদের) প্রতি যা নাযিল হয়েছিলো তাতে বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা দৃঢ়বিশ্বাস রাখে। (সূরা-বাকারা-২-৪)

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَاۗفَّةً ۠ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

২। হে ঈমানদারগণ, তোমরা পুরোপুরিভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন। (সূরা-বাকারা-২০৮)

(٣) مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৩। যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং পরকালের প্রতি আর সৎ কাজ করে। তাদের জন্যে রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে পুরস্কার। আর তাদের (এ জন্যে) কোনো ভয় নেই, চিন্তাও নেই। (সূরা বাকারা-৬২)

## আল হাদীসে ঈমানঃ

(١) عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) مَالْاِيْمَانُ ؟ قَالَ اَلصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ

১। হযরত আমর বিন আবাসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঈমান কি ? জবাবে তিনি বলেনঃ (ঈমান হলো) ছবর (ধৈর্য্য ও সহনশীলতা) এবং ছামাহাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা)। (মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّاوَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا-

২। হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে, যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্কে নিজের রব, ইসলামকে দ্বীন (জীবন বিধান) এবং মুহাম্মদ (সাঃ)কে নবী হিসেবে কবুল করে নিয়েছে। (বুখারী মুসলিম)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ-

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বত্তমটি হলো-এই বলা যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং সর্বনিম্নটি হলো-রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। (বুখারী-মুসলিম)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ -

৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ কেহই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি (অন্তকরণ) আমার উপস্থাপিত দ্বীনের (জীবন ব্যবস্থার) অনুসারী না হবে। (শরহুস্ সুন্নাহ্)

www.pathagar.com

# বিশুদ্ধ নিয়্যাত

## আল-কুরআনে নিয়্যাত ঃ

(١) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

১। যে ব্যক্তি দুনিয়া পাওয়ার এরাদা বা নিয়্যাত করবে, আমি তাকে (দুনিয়াতে) যতটুকু ইচ্ছা অতি তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবো। অতঃপর তার জন্যে জাহান্নাম ঠিক করে দেবো, সে তাতে নিন্দিত বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাত পাবার নিয়্যাত করবে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করবে। যদি সে মুমিন হয় তবে এমন লোকদের চেষ্টা কবুল হবে। (বনী ইসরাইল-১৮-১৯)

(٢) قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ○

২। (হে নবী) বলে দিন, প্রত্যেকেই আপন আপন নিয়্যাত অনুযায়ী কাজ করে। আর আপনার রব বিশেষভাবে অবগত আছেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। (বনী ইসরাইল-৮৪)

(٣) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○

৩। যে কেউ পরকালের ফসল কামনা (নিয়্যাত) করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বৃদ্ধি করে দেই। আর যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা (নিয়্যাত) করে, আমি তাকে দুনিয়া হতেই দিয়ে দেই কিন্তু পরকালে তার কিছুই পাউনা থাকে না। (আস-শুরা-২০)

## আল-হাদীসে নিয়্যাত ঃ

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص)

www.pathagar.com

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَاِنَّمَا الْاِمْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَاهَا جَرَ اِلَيْهِ -

১। হযরত উমার ইবেন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভর করে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি আপন নিয়্যাত অনুসারে কাজের ফলের অধিকারী হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির নিয়্যাতে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্যেই হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো স্বার্থ হাসিলের নিয়্যাতে কিংবা কোনো মেয়েকে বিয়ে করার নিয়্যাতে হিজরত করে, তার হিজরত সেদিকেই হবে যে নিয়্যাতে সে হিজরত করে। (বুখারী-মুসলিম)

(٢) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَا يَنْفَعُ قَوْلٌ اِلَّا بِعَمَلٍ، وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ اِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا يَنْفَعُ قَوْلٌ وَلَا عَمَلٌ وَلَا نِيَّةٌ اِلَّا بِمَا وَافَقَ السُّنَّةُ -

২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ কর্ম ছাড়া মৌখিক দাবী বিফল। আর মৌখিক দাবী ও কর্ম উভয়ই বিনা নিয়্যাতে কার্যকরী হয়না এবং মৌখিক দাবী কর্ম ও নিয়্যাত আদৌ ফলপ্রসু হবেনা- যদি তা সুন্নত (তথা কুরআন-হাদীস) অনুযায়ী করা না হয়। (জামেয়'-উল-উলুম আল-হাকেম)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ -

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ (বিচারের দিন) নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের চেহারার সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য্যের প্রতি দৃষ্টি (গুরুত্ব) দেবেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তরের নিয়্যাত এবং কাজের প্রতি দৃষ্টি (গুরুত্ব) দেবেন। (মুসলিম)

www.pathagar.com

# ইলম বা জ্ঞানার্জন

## আল-কুরআনে জ্ঞানার্জন ঃ

(١) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ؕ

১। (হে নবী!) পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড থেকে। পাঠ করুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। আর শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (সূরা-আলাক্ব ১-৫)

(٢) اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۚ

২। করুণাময় আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (আর রহমান ১-৪)

(٣) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۙ

৩। সব মুমিন লোকদের (যুদ্ধের জন্যে) অভিযানে বের হওয়া জরুরী নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটা অংশ কেনো বের হলো না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞানলাভ করে এবং ফিরে এসে সংবাদ (শিক্ষা) দেয় নিজের জাতির লোকদেরকে। এতে করে তারা (আখেরাতের আযাব থেকে) বাঁচতে পারবে। (সূরা তাওবা-১২২)

(٤) اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۙ

www.pathagar.com

৪। যে লোক রাতের বেলায় সেজদাহ্‌রত অবস্থায় অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, আর পরকালের ভয় রাখে এবং তার রবের দয়ার আশা করে, সে কি তার সমান যে এরূপ করে না। (হে রাসূল!) বলুনঃ যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে ? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান। (সূরা-যুমার-৯)

(৫) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۡ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ○

৫। প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ্ তাআলা। অতএব (হে নবী,) আপনার প্রতি ওহী সম্পূর্ণ না হওয়ার আগে কুরআন গ্রহণের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি বলুন ঃ হে আমার রব, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। (সূরা ত্বয়া-হা -১১৪)

(৬) اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ○

৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। (সূরা-ফাতির-২৮)

(৭) وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝

৭। শপথ জীবনের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তার। অতঃপর তাকে অসৎ ও সৎ কাজের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে তায্‌কিয়া (পরিশুদ্ধ) করে; সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়। (আস-শামস-৭-১০)

## আল হাদীসে জ্ঞানার্জন ঃ

(১) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

১। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ। (ইবনে মাযাহ, বায়হাকী)

(২) عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ يُّرِدِ

www.pathagar.com

اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ -

২। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দ্বীনের গভীর জ্ঞান-বুঝ দান করেন। (বুখারী মুসলিম)

(٣) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ -

৩। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে লোক জ্ঞানার্জনের জন্য বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্র পথেই থাকে। (তিরমিযী, দারেমী)

(٤) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا -

৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাতের কিছু সময় জ্ঞানার্জনের জন্যে পারস্পরিক আলোচনায় থাকা সারা রাত জেগে জেগে ইবাদত করা হতে উত্তম। (দারেমী)

(٥) عَنْ سَخْبَرَةَ الْاَزْدِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى -

৫। হযরত ছাখ্বারা আযদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দ্বীনি জ্ঞানার্জন করে উহা তার পূর্বের গুণাহ্র জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। (তিরমিযী-দারেমী)

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا -

৬। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো (মূল্যবান) সম্পদ। যে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশী হকদার। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

(٧)عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَقِيْهٌ

www.pathagar.com

وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ۔

৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ একজন ফকীহ্ অর্থাৎ দ্বীনের পন্ডিত ব্যক্তি শয়তানের কাছে এক হাজার আবেদের তুলনায় বেশী ক্ষমতাবান। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنٌ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ۔

৮। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ মুনাফিক লোকের মধ্যে এক সাথে দুটি চরিত্র থাকতে পারে না। উহার একটি হলো উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা এবং দ্বিতীয়টি হলো দ্বীনের সঠিক জ্ঞান। (অর্থাৎ এই দুই বৈশিষ্টের মানুষ মুনাফিক হতে পারে না।) (তিরমিযী)

## বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তার ফজিলাত

### আল-কুরআনে বিশুদ্ধ তেলাওয়াত ঃ

(١) وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا۝

১। (তোমরা) ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন তেলাওয়াত করো। (সূরা মুজ্জামমিল-৪)

(٢) وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا۝

২। আর আমি এই কুরআনকে পৃথক পৃথক ভাবে নাযিল করেছি যেন আপনি উহা মানুষের সামনে থেমে থেমে পড়তে পারেন। আর আমি উহাকে নাযিল করার সময়ও পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি। (যেন তা সহজে ও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়)। (বনী ইসরাইল-১০৬)

(٣) وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا۝

৩। আমি উহাকে (কুরআনকে) এক বিশেষ নিয়মে পৃথক পৃথক অংশে সজ্জিত করেছি। (সূরা ফুরকান-৩২)

www.pathagar.com

## আল-হাদীসে বিশুদ্ধ তেলাওয়াত ও তার ফজিলাত ঃ

(١) عنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

১। হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী)

(٢) اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَيْئٌ مِنَ الْقُرْاٰنَ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ -

২। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যে অন্তরে আল কুরআনের কোনো জ্ঞান নেই সে অন্তর বিরান ঘরের মত।

(٣) مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا - لَا اَقُوْلُ اٰلٓمٓ حَرْفٌ - بَلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَمٌ حَرْفٌ - وَمِيْمٌ حَرْفٌ -

৩। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ যে লোক আল্লাহ্র কেতাবের অর্থাৎ কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে আল্লাহ্ তাকে উহার বদলে একটি নেকী দান করবেন। আর প্রত্যেকটি নেকী দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। তবে আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। (তিরমিযী, মেশকাত)

(٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ - وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ -

৪। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ একজন কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত নেকী লেখক ফেরেশতাদের সমতূল্য। আর যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করতে গিয়ে মুখে বেধে বেধে যায়, (তার পরও চেষ্টা চালায়) তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব। (অর্থাৎ

www.pathagar.com

কষ্ট করার জন্য একগুণ এবং তেলাওয়াতের জন্য এক গুণ)

(৫) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَافِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৫। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং উহার হুকুম অনুযায়ী আ'মল করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার পিতা-মাতাকে এমন একটি তাজ পরাবেন যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও অতি উজ্জ্বল হবে। (মেশকাত)

## মু'মীন জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

### আল-কুরআনে মুমিন জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ

(১) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

১। আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার এবাদত করার উদ্দেশ্যে পয়দা করেছি। (সূরা যারিয়াত-৫৬)

(২) قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ-

২। (হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ আমি নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার এবাদত করার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। (সূরা যুমার-১১)

(৩) اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

৩। নিশ্চয়ই আমি আমার লক্ষ্যকে ঐ সত্তার জন্য ঠিক করে নিয়েছি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (সূরা আনয়াম-৭৯)

(৪) قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

৪। (হে নবী!) আপনি বলুনঃ নিশ্চয় আমার নামাজ, আমার কুরবাণী, আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার জন্যে। (সূরা আনয়াম-১৬২)

(৫) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ-

www.pathagar.com

৫। মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তাদের জান-প্রাণ কুরবাণী করে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ হলেন এসব বান্দাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। (সূরা নিসা-১২৬)

(٦) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ-

৬। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে। অতঃপর তারা (দুষমনদের) মারে এবং নিজেরাও মরে (শহীদ হয়ে যায়।) (সূরা তাওবাহ-১১১)

**আল-হাদীসে-মুমিন জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যঃ**

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ-

১। হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির (কাউকে) ভালবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে সেই ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)

(٢) عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا-

২। হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌কে তার রব, ইসলামকে দ্বীন (জীবন বিধান) এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছে সেই ঈমানের প্রকৃত মজা লাভ করেছে। (বুখারী-মুসলিম)

www.pathagar.com

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ؟ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন বলবেনঃ ওহে! যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরে ভালবাসা করেছিলে আজ তাদেরকে আমি আমার সুশীতল ছায়ার নীচে স্থান দেবো। আর এদিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়ায় নেই। (মুসলিম)

## ইসলামী আন্দোলন করা ফরজ

### আল-কুরআনে ইসলামী আন্দোলন ফরজ ঃ

(١) اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ

১। (জিহাদের প্রথম আদেশ) যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেরেরা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাদেরকে (যুদ্ধে) সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (সূরা হজ্জ-৩৯)

(٢) وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط

২। তোমরা আল্লাহ্র জন্য জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে এ কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন, আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। (সূরা হজ্জ-৭৮)

(٣) وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝

৩। লড়াই করো আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। কেননা, আল্লাহ্ বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ

www.pathagar.com

করেন না। (সূরা বাকারা-১৯০)

(৪) وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

৪। তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যে পর্যন্ত না ফেৎনা দূর হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই। তবে যারা যালিম (তাদের বিষয়টি ভিন্ন)। (সূরা বাকারা-১৯৩)

(৫) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৫। তোমাদের উপর জিহাদ (ইসলামী আন্দোলন) করা ফরজ করা হয়েছে। অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দ মনে হচ্ছে। হতে পারে তোমাদের কাছে কোনো বিষয় পছন্দের নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দের, অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। (সূরা বাকারা-২১৬)

(৬) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ○

৬। যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ (আন্দোলন) করে। আর কুফরী শক্তি আন্দোলন করে শয়তানের (তাগুতি শক্তির) পক্ষে। সুতরাং তোমরা লড়তে থাকো শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে-দেখবে শয়তানের চক্রান্ত একেবারে দূর্বল। (সূরা নিসা-৭৬)

(৭) قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ

www.pathagar.com

وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ

৭। তোমরা কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করো, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরে প্রশান্তি দেবেন। (সূরা তাওবা-১৪)

## আল-হাদীসে ইসলামী আন্দোলন ফরজ ঃ

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ يُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ -

১। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি সেই আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজে আদেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব শীঘ্রই নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা তা থেকে বাঁচার জন্য দোআ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোআ কবুল হবে না। (তিরমিযী)

(٢) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ-

২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মাল-জান, মুখ (জবান) দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করো। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ-

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

www.pathagar.com

বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো অথচ ইসলামী আন্দোলন করলো না এমন কি জীবনে তা করার জন্য চিন্তাও করলো না (পরিকল্পনা নিলো না), সে যেন মুনাফেকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

## ইসলামী আন্দোলন না করার পরিনাম

**আল কুরআনে ইসলামী আন্দোলন না করার পরিনাম ঃ**

(١) قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

১। বলুন, (হে রাসূল!) তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র, তোমাদের কামাই করা ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো (এসব কিছু) আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে আন্দোলন করা থেকে বেশী প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (সূরা তাওবা-২৪)

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

www.pathagar.com

২। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন যমীনকে আকঁড়ে ধরো, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেলে ? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকার অতি নগণ্য। যদি (জিহাদে) বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন। আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা তাওবা-৩৮-৩৯)

## আল-হাদীসে ইসলামী আন্দোলন না করার পরিনাম ঃ

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْ لَيَسْحِتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شَرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْ خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَهُمْ-

১। হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং তাদেরকে উত্তম কল্যাণকর কাজ করার জন্য উৎসাহ-উদ্দিপনা দেবে। তা না হলে আল্লাহ্ তাআলা যে কোনো আযাব দিয়ে তোমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন। অথবা তোমাদের মাঝ থেকে সবচেয়ে বেশী পাপী ও জালেম লোককে তোমাদের শাসক বানিয়ে দেবেন। এ অবস্থায় তোমাদের মধ্যে নেক্‌কার লোকেরা (এ সব থেকে) মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করবে। কিন্তু তাদের দোআ আল্লাহ্ কবুল করবেন না। (মুসনাদে আহমদ)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ اَنْ قَدْ حَفَزَهُ شَيْئٌ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا فَدَنُوْتُ مِنَ الْحُجُرَاتِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ - يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مُرُوْا

www.pathagar.com

بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَدْعُوْنِىْ فَلَا اُجِيْبَكُمْ وَتَسْاَلُوْنِىْ فَلَا اُعْطِيْكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْنِىْ فَلَا اَنْصُرُكُمْ۔

২। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর চেহারা দেখে আমার মনে হলো যে, কোনো কিছু যেন তাঁকে আঘাত করেছে। তারপর তিনি অজু করে বের হয়ে গেলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি কাউকেও কিছু বললেন না। আমি হুজরার ভিতর থেকেই তাঁর কাছে হাজির হলাম। তখন আমি শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন ঃ হে লোকেরা, আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয়ই বলেছেন যে, "তোমরা অবশ্য অবশ্যই ন্যায় কাজে আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে সেই অবস্থা সৃষ্টি হবার আগেই যখন তোমরা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি ডাকে সাড়া দেব না। তোমরা আমার কাছে চাইবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেব না। তোমরা আমার কাছে সাহায্য চাইবে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো না।" (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ۔

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, কিন্তু জীবনে ইসলামী আন্দোলন করলো না, এমনকি ইসলামী আন্দোলন করার চিন্তাও (পরিকল্পনা) করলো না। সে যেন মুনাফেকীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

## আল্লাহ্‌র পথে খরচ

### আল-কুরআনে আল্লাহ্‌র পথে খরচ ঃ

(١) مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ○

১। এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দেবে ? তাহলে আল্লাহ্ তাকে তা

www.pathagar.com

দ্বিগুণ-বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহ্ই হ্রাস-বৃদ্ধি করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (সূরা বাকারা-২২৫)

(٢) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২। যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে, তাদের (দানের) উদাহরণ একটা বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। আবার প্রত্যেকটা শীষে একশো করে দানা থাকে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা (দানের প্রতিদান) বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ্ অতি প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা-২৬১)

(٣) اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ط وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৩। শয়তান তোমাদেরকে (দান থেকে দূরে রাখার জন্য) অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লিলতার (কার্পণের) নির্দেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদের (দান করার) জন্য ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আর আল্লাহ্ বড়ই উদার হস্ত এবং সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা-২৬৮)

(٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৪। হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তা হতে তোমরা (আল্লাহ্র পথে) খরচ করো সেই দিন আসার আগেই যেদিন কোনো বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম। (সূরা বাকারা-২৫৪)

(٥) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ○

www.pathagar.com

৫। নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা তাদের ধন-সম্পদ খরচ করে আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য। তাছাড়া তারা এখন আরো খরচ করবে। তারপর তাই তাদের জন্যে আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। (সূরা আনফাল-৩৬)

(৬) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰالِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৬। হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো হবে ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই খরচ করো। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার রব, আমাকে আরও কিছু দিন বেঁচে থাকার সুযোগ দিলে না কেন ? তাহলে আমি দান-সাদকা করতাম এবং ভাল মানুষদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতাম। (সূরা মুনাফিকুন-৯-১০)

(৭) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۝

৭। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবে। (সূরা ইমরান-৯২)

(৮) اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

৮। (ইমানদারগণ), তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহ্‌র কাছে আছে মহাপুরস্কার। (সূরা তাগাবুন-১৫)

## আল-হাদীসে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ খরচ ঃ

(১) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ اللّٰهُ

www.pathagar.com

تَعَالٰى اَنْفِقْ يَاابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ

১। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাক বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি (আমার জন্য) খরচ করো, তাহলে আমিও তোমার জন্য খরচ করবো। (বুখারী মুসলিম)

(٢)عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنْفِقْ وَلَا تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكَ اِرْضَخِىْ مَا اسْتَطَعْتِ -

২। হযরত আস্মা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বলেছেনঃ খরচ করো, কত খরচ করলে তা বড় করে দেখার জন্যে হেসাব করতে যেও না, তাহলে আল্লাহও তোমার বিপক্ষে হেসাব কসবেন। জমা করার প্রতি বেশী মনোযোগী হবে না, তাহলে আল্লাহ্ও তোমার বিপক্ষের জমা ভাল করে সংরক্ষণ করবেন। তোমার সাধ্যমত খরচ করো। (বুখারী মুসলিম)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ- وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ- وَالْجَاهِلُ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ -

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ দানকারী আল্লাহ্র নিকটতম, বেহেশতের নিকটতম এবং মানুষের নিকট-তম হয়ে থাকে। আর দূরে থাকে দোযখ থেকে। অপরপক্ষে কৃপণ ব্যক্তি দূরে থাকে আল্লাহ্ হতে, বেহেশত হতে এবং মানুষ হতে। আর দোযখের নিকটে থাকে। অবশ্য অবশ্যই একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহ্র কাছে বেশী প্রিয়। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا مِنْ

www.pathagar.com

يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اِعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا-

৪। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যখনই আল্লাহ্র বান্দারা সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে, তখনই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তার মধ্যে একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ্! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। আর একজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ্! কৃপণ ব্যক্তিকে তুমি লোকসান দাও। (বুখারী, মুসলিম)

(٥) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهٖ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى دَابَّةٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৫। হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মানুষের খরচ করা দীনার অর্থাৎ অর্থের মধ্যে সর্বোত্তম দীনার হলো তা, যা সে তার পরিবারের প্রয়োজনে খরচ করে, জিহাদের রক্ষিত পশুর জন্য খরচ করে এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য খরচ করে। (মুসলিম)

## ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ত্যাগ, কুরবানী ও পরীক্ষা

### আল-কুরআনে ত্যাগ, কুরবাণী ও পরীক্ষাঃ

(١) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ○

১। মানুষের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জান-প্রাণ কুরবান করে দেয়, আর এজন্য আল্লাহ্ এসব বান্দাহদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (সূরা বাকারা-২০৭)

(٢) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ

www.pathagar.com

مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ○

২। অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্য্য ধা-রণকারীদেরকে। (সূরা বাকারা-১৫৫)

(٣) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ○

৩। তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যাবে ? অথচ এখনও তোমাদের উপর তোমাদের পূর্বের লোকদের মত বিপদ-আপদ আসেনি। তাদের উপর এসেছিলো বহু বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট। তাদেরকে (বাতিলদের) অত্যাচার-নির্যাতনে এমন ভাবে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিলো যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর সংগী-সাথীরা আর্ত চিৎকার করে বলে উঠেছিলো কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে ? তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিলো যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটে। (সূরা বাকারা-২১৪)

(٤) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ○

৪। (মুনিনেরা,) তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হবে ? অথচ এখনও পর্যন্ত দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে কে (তাঁর পথে) জিহাদ করেছে এবং কে কে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা তাওবা-১৬)

(٥) اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ

www.pathagar.com

اَلَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ○

৫। মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" একথা বললেই ছাড়া পেয়ে যাবে এবং কোনো পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত ২-৩)

(٦) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ○

৬। তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ? অথচ এখনো আল্লাহ্ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে আন্দোলন করেছ এবং কে তাঁর জন্য সবরকারী। (সূরা ইমরান-১৪২)

(٧) اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا○

৭। তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন (সৃষ্টি) করেছেন যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে সর্বউত্তম। (সূরা মূলক-২)

## আল-হাদীসে ত্যাগ, কুরবাণী ও পরীক্ষা ঃ

(١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মানুষের উপর এক সময় আসবে যখন দ্বীনদারের জন্য দ্বীনের উপর টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী)

(٢) عَنِ الْمِقْدَادِبْنِ الْاَسْوَادِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ (ثَلَاثًا)

www.pathagar.com

وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا-

২। মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল-ল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরীক্ষার ফেতনা হতে মুক্ত আছে। রাসূল (সাঃ) তিনবার এ কথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষা ফেলা সত্ত্বেও সত্যের উপর অটল-অবিচল থাকে তার জন্যে তো অশেষ ধন্যবাদ। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ-

৩। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ বিপদ ও পরীক্ষা যতো কঠিন হবে তার প্রতিদানও ততো মূল্যবান হবে। আর আল্লাহ্ যখন কোনো জাতিকে ভালবাসেন তখন বেশী বেশী যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহ্র এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাদের উপর খুশি হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহ্র উপর অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ্ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ مُتَوَشِّدٌ بُرْدَةً لَّهُ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ اَلَا تَدْعُوا اللّٰهَ لَنَا ؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاسِهِ فَيُشَقُّ اثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ اَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرُ الرَّاكِبُ مِنْ

www.pathagar.com

صَنْعَاءَ اِلٰى حَضَرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهُ اَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -

৪। হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ একদা আমরা নবী করীম (সাঃ) এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও কাফেরদের অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চারদিকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললামঃ আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চান না ? আপনি কি আমাদের জন্য দোআ করেন না ? তখন তিনি বললেনঃ (তোমাদের উপর আর কি বা দুঃখ নির্যাতন এসেছে) তোমাদের পূর্বের ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিলো এই যে, তাদের কারো জন্যে গর্ত খোড়া হতো এবং সেই গর্তের মধ্যে তার দেহের অর্ধেক পুঁতে তাকে দাঁড় করিয়ে তার মাথার উপর করাত দিয়ে তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন তাকে তার দ্বীন থেকে বিরত রাখতে পারতো না। আবার কারো শরীর থেকে লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে গোশ্‌ত আলাদা করে ফেলা হতো। কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরাতে পারতো না। আল্লাহ্‌র কসম, এই দ্বীন একদিন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্টারোহী 'সানআ' থেকে 'হাযরামাউত' পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে। আর এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না এবং (মালিক তার) মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে (বাঘ) ছাড়া আর অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো -(বুখারী)

## শাহাদাতের মর্যাদা

### আল-কুরআনে শাহাদাতের মর্যাদা ঃ

(١) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

১। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না। (সূরা বাকারা-১৫৪)

(٢) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

www.pathagar.com

২। তোমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তোমরা যা কিছু জমা করে থাকো আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা ও দয়া সেসব কিছুর চেয়ে উত্তম। (সূরা ঈমরান-১৫৭)

(٣) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○

৩। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত ও রুযি পেয়ে থাকে। (সূরা ঈমরান-১৬৯)

(٤) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে; অতঃপর (কাফেরদের) মারে এবং (নিজেরাও) মরে। (সূরা তাওবা-১১১)

(٥) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ○

৫। মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহ্‌র সাথে করা তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাৎ বরণ করেছে এবং কেউ কেউ (শাহাদাতের জন্য) অপেক্ষা করছে। আর তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (সূরা আহযাব-২৩)

(٦) قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ ط بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ○

৬। (নিহত হবার সাথে সাথে) তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বললো হায়! আমার জাতির লোকেরা যদি (আমার এ মর্যাদা সম্পর্কে) জানতে পারতো যে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সম্মানিতদের দলভুক্ত

www.pathagar.com

করেছেন। (সূরা ইয়াসীন-২৬-২৭)

(٧) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ

৭। মুমিনদের থেকে তারা (খোদা দ্রোহীরা) কেবলমাত্র একটি কারণেই প্রতিশোধ নিয়েছে যে, তারা সেই মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছিলো। (সূরা বুরূজ-৮)

## আল-হাদীসে শাহাদাতের মর্যাদা ঃ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلشَّهِيْدُ لَا يَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ اَلَمَ الْقُرْصَةِ -

১। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেমন দংশনে ব্যাথা পায়, শহীদ ব্যক্তি তেমন ব্যাথা ছাড়া নিহত হবার তেমন কোনো ব্যাথা অনুভব করে না। (মিশকাত)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُكَلِّمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّكَلِّمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ -

২। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যাঁর হাতের মুঠায় আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! কোনো লোক আল্লাহ্‌র পথে আঘাত পেলে, তবে আল্লাহ্‌ই ভাল করে জানেন, কে সত্যিকার অর্থে তাঁর পথে আঘাত প্রাপ্ত হয়, (তার নিয়াত কি ছিলো)। কেয়ামতের দিন সে আহত অবস্থায় তাজা রক্তসহ উপস্থিত হবে। আর তার (জখম) হতে মেশ্‌কের মতো সুগন্ধি বের হতে থাকবে। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ مَا اَحَدٌ

www.pathagar.com

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ-

৩। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া দুনিয়াতে আর কেউ ফিরে আসতে চাইবে না। অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই (জান্নাতে) থাকবে। সে ফিরে এসে দশ বার শহীদ হবার আকাংখা করবে। কেননা, বাস্তবে সে শহীদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পাবে। (বুখারী)

(٤)عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِىْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَاى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَاسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْرَبَائِهٖ -

৪। হযরত মেকদাদ ইবনে মা'দি কারিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র কাছে শহীদের ছয়টি মর্যাদা রয়েছেঃ (১) প্রথম রক্তপাতেই তার গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। (২) জান্নাতে তার স্থান তাকে দেখানো হয়। (৩) তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। (৪) বড় বিপদ-আপদ থেকে সে নিরাপদ থাকে। (৫) তার মাথায় আকর্ষণীয় একটা মুকুট পরানো হবে যার এক একটা মুণিমুক্তা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা আছে তার চাইতেও উত্তম হবে। আর টানাটানা চোখ বিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুরের সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে এবং (৬) তাকে তার সত্তর জন আত্মীয়-স্বজনের শাফায়াতের জন্য অনুমতি দেয়া হবে। (মিশকাত)

www.pathagar.com

# তাকওয়া

## আল-কুরআনে তাক্ওয়া ঃ

(١) وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১। (ঘরের) পেছনের দিক দিয়ে (অর্থাৎ মূল গেট বাদ দিয়ে) প্রবেশ করার মধ্যে কোনো নেকী বা কল্যাণ নেই। বরং নেকী হলো আল্লাহ্কে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ করো মূল দরজা দিয়ে এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা-১৮৯)

(٢) وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

২। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং জেনে রাখ, যারা পরহেজগার, আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা-১৯৪)

(٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

৩। হে মুমিনেরা, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করার মতো ভয় করো। আর প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করা না। (সূরা ঈমরান-১০২)

(٤) وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

৪। মুমিন মুসলমানেরা যেসব ভাল কাজ করবে, কোনো অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীনদের সম্পর্কে অবগত আছেন। (সূরা ঈমরান-১১৫)

(٥) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

www.pathagar.com

৫। হে মুমিনেরা, ধৈর্য্য ধরো এবং শক্ত ভাবে (কাফেরদের) মোকাবেলা করো। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য কামিয়াব হতে পারো। (সূরা ঈমরান-২০০)

(৬) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○

৬। হে মুমিনগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তাঁর রেজাবন্দী তালাশ করো এবং তাঁর পথে লড়াই করো যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা মায়িদা-৩৫)

(৭) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ○

৭। হে মুমিনগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সূরা তাওবা-১১৯)

(৮) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ○

৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন, যারা মুত্তাকী এবং সৎ কাজ করে। (সূরা নহল-১২৮)

(৯) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

৯। (কুরবাণীর) গোশ্‌ত ও রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের মনের তাক্‌ওয়া। (সূরা হজ-৩৭)

(১০) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ○

১০। (যমীনের উপর) বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জীব-জন্তু রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ক্ষমতাশীল। (ফাতির-২৮)

www.pathagar.com

(١١) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۙ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۙ كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۙ

১১। নিশ্চয় মুত্তাকীরা (পরকালে) নিরাপদ স্থানে থাকবে। সেখানে থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্নাসমূহ। তারা চিকন ও পুরু রেশমী কাপড়-চোপড় পরবে। আর একে অপরের দিকে মুখোমুখি হয়ে বসবে। (সূরা দোখান-৫১-৫৪)

## আল-হাদীসে তাক্ওয়া ঃ

(١) عَنْ عَطِيَّةَ اسَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَابِهٖ بَاسٌ-

১। আতিয়া আস্-সা'য়াদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ বান্দাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গোনাহ্র কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে ঐসব কাজও ত্যাগ করে যে সব কাজে কোনো গোনাই নেই। (তিরমিযী, মেশকাত)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا -

২। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ হে আয়েশা! ক্ষুদ্র নগণ্য গোনাহ থেকেও দূরে থাকবে। কেননা, আল্লাহ্র দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (ইবনে মাজাহ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهٗ وَلَا يَخْذُلُهٗ وَلَا يَحْقِرُهٗ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ

عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ -

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে ঘৃণা করে না। অসহায়-বন্ধুহীন করে না। আর তাক্ওয়া হলো এখানে। (একথা বলে তিনি তাঁর বুকের দিকে তিনবার ইংগিত করলেন।) কোনো মানুষের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হবার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণ্য নিকৃষ্ট মনে করে। প্রতিটি মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর উপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্যে হারাম)। (মুসলিম)

(۴) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ -

৪। হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেনঃ আমি কি তোমাদের মধ্যে উত্তম লোকদের সম্পর্কে বলবো ? লোকেরা বললোঃ জী হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)। তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম মানুষ, যাদের দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। (অর্থাৎ অন্তরের তাক্ওয়ার কারণে বাহ্যিক দিকও তাক্ওয়ার প্রভাব ফুটে উঠে)। (ইবনে মাযাহ)

(۵) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) كَانَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى -

৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলতেনঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাক্ওয়া, পবিত্রতা এবং অমুখাপেক্ষিতা কামনা করছি। (মুসলিম)

(۶) عَنْ اَبِيْ طَرِيْفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ مَنْ خَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَاٰى اَتْقٰى لِلّٰهِ مِنْهَا فَلْيَاْتِ التَّقْوٰى -

৬। হযরত আদি ইবনে হাতেমতাই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে কসম খাবার পর অধীক তাক্ওয়ার কোনো কাজ দেখলো এমতাবস্থায় তাকে সেটাই করতে হবে। (অর্থাৎ বেশী তাক্ওয়ার কাজটি করতে হবে।) (মুসলিম)

(٧) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَيْنَانِ لَا تَمَسَّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৭। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ দু'প্রকারের চোখকে জাহান্নামের আগুনে স্পর্শ করবে না। (১) যে চোখ আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রুপাত করে এবং (২) যে চোখ রাত জেগে জেগে আল্লাহ্র পথে (ঈসলামী রাষ্ট্রের সীমানা) পাহারারত থাকে।

## সবর

**আল-কুরআনে সবর ঃ**

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ○

১। হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা-১৫৩)

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ع

২। হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্যধারণ করো এবং বাতিল পন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরাই সফলকাম হবে। (সূরা ঈমরান-২০০)

(٣) خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط سَاُوْرِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ○

৩। মানুষ জন্মগতভাবে তাড়াহুড়োপ্রবণ। আমি অতিসত্তরই তোমাদেরকে আমার নিদর্শণাবলী দেখাবো। সুতরাং তোমরা আমাকে শীঘ্র করতে বলো না। (সূরা আম্বিয়া-৩৭)

www.pathagar.com

(৪) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ○ اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ○

৪। হে নবী! আপনি মুসলমানদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ ধৈর্য্য শীল ব্যক্তি থাকে তবে জয়ী হবে দু'শো জনের মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে এরূপ একশো লোক তবে জয়ী হবে এক হাজার লোকের উপর। তার কারণ হলো ওরা (কাফেরেরা) কান্ডজ্ঞানহীন। এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের উপর এবং তিনি জানতে পেরেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এখনও (ঈমানের) দূর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি মজবুত মনের ধৈর্য্যশীল একশো লোক থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শো লোকের উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুমে জয়ী হবে দু'হাজারের উপর। কেননা, আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীল লোকদের সাথে আছেন।
(সূরা আনফাল-৬৫-৬৬)

(৫) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا○

৫। (হে নবী!) আপনি সবর করুন উত্তম সবর। (সূরা মায়ারিজ-৫)

(৬) وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ○ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ○

৬। (হে নবী!) আপনি ধৈর্যশীলদের (জান্নাতের) সুসংবাদ দিন যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে ঃ নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো। (সূরা বাকারা-১৫৫-৫৬)

www.pathagar.com

## আল-হাদীসে সবর ঃ

(١) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا أُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَّ اَوْ سَعَ مِنَ الصَّبْرِ

১। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে লোক ধৈর্য্য ধরার চেষ্টা করবে আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য্য ধরার শক্তি দান করবেন। আর ধৈর্য্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর জিনিস আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি। (বুখারী মুসলিম)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ مِنْ خَطَايَاهُ-

২। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোনো মুসলমান ব্যক্তি মানসিক বা শারিরীক কষ্ট পেলে, কোনো শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্য্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ্ এর প্রতিদানে তার সকল গোনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন। এমনকি যদি সামান্য একটা কাঁটাও পায়ে বিধে তাও তার গোনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বুখারী মুসলিম)

(٣) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ (ص) اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ-

৩। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ বিপদ ও পরীক্ষা যতো কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে ততো মূল্যবান। আর আল্লাহ্ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহ্র

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তকে খুশী মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষার জন্য আল্লাহ্র উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ্ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিজী)

## প্রথম দফা কর্মসূচী ঃ দাওয়াত বা আহ্বান

### আল-কুরআনে দাওয়াত ঃ

(١) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

১। তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে আহবান জানাবে, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম। (সূরা ঈমরান-১০৪)

(٢) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِا للّٰهِ ط

২। তোমরাই হলে সর্বোত্তম দল, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহ্রই প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা ঈমরান-১১০)

(٣) يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ط

৩। হে রাসূল! (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তা হলে তো আপনি তাঁর পয়গাম (বার্তা) কিছুই পৌঁছালে না। (সূরা মায়িদা-৬৭)

(٤) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ○

৪। তার কথা অপেক্ষা কার কথা উত্তম হতে পারে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে

www.pathagar.com

দাওয়াত দেয়, সৎ কাজ করে এবং বলে নিশ্চয় আমি একজন মুসলমান ?
(সূরা হা মীম আস-সাজদাহ্-৩৩)

(৫) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط

৫। তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে ডাকো হিকমাত (বুদ্ধিমত্তা) ও উত্তম কথার দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সদ্ভাবে। (সূরা নাহল-১২৫)

## আল-হাদীসে দাওয়াত ঃ

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) بَلِّغُوْا وَلَوْ عَنِّىْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَاحَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔

১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ একটি আয়াত (বাক্য) হলেও তা আমার পক্ষ থেকে (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও বা প্রচার করো। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা করো তাতে কোনো দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা (হাদীস) রচনা করে তার ঠিকানা হবে জাহান্নামে। (বুখারী)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) نَضَّرَاللّٰهُ اَمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ

২। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা সেই ব্যক্তিকে চির সবুজ রাখবে, যে আমার নিকট থেকে কিছু শুনতে পেল এবং তা অন্যের কাছে ঠিক ভাবে পৌঁছে দিল। কেননা দেখা যায়, প্রায় মুবাল্লিগ (দ্বীনের প্রচারক) শ্রোতার তুলনায় বেশী হেফাজত করতে পারে। (তিরমিযী)

(٣) عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

www.pathagar.com

وَلَتَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْ لَيَشْتَحَتَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْا خِيَارُكُمْ فَلاَ يَسْتَجَابُ لَهُمْ -

৩। হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ অবশ্যই তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ ও পাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। তা না হলে এক সামগ্রীক আযাবের দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। অথবা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পাপী লোকদেরকে তোমাদের শাসক বানিয়ে দেবেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে নেক্কার লোকেরা (তা থেকে বাঁচার জন্য) দো'আ করতে থাকবে। কিন্তু তাদের দো'আ কবুল করা হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

(٤) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) رَاَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِىْ رِجَالاً تَقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ-

৪। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ মে'রাজের রাতে আমি দেখতে পেলাম, কতকগুলো লাকের দু'টি ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি জিবরাইল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা ? তিনি বললেনঃ এরা হলো আপনার উম্মতের মোবাল্লিগ(প্রচারক)। যারা অপরকে নেক কাজ করার নসিহত করতো, কিন্তু নিজেরা তা আ'মল করতো না। (মেশকাত)

(٥) عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَتُنَفِّرُوْا

৫। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ (দাওয়াতী কথা) সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করে তোল না। (বুখারী-মুসলিম)

www.pathagar.com

(৬) عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً،فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تُمِلَّنَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَلَا اُلْفِيَنَّكَ تَأْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِىْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلَّهُمْ، وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَسْتَهُوْنَهٗ،وَانْظِرُ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّىْ عَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَاَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ -

৬। হযরত ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক সপ্তাহে (জুমুয়ার দিন) নসীহত করো। এর বেশী দু'বার অথবা এর বেশী তিন বার করতে পারো। তবে এর চেয়ে বেশী (অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে তিন বারের বেশী) নসীহত করো না এবং মানুষকে এই কুরআন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোল না। আর কখনো এমনটি যেন না হয় যে, তুমি একদল লোকের কাছে যাবে এই অবস্থায় যে, তারা নিজেদের কথাবার্তায় লিপ্ত আছে এর মধ্যে তুমি তাদের কথার ফাঁকে বক্তৃতা শুরু করে দিয়ে আলোচনায় বিঘ্ন ঘটাবে। যদি তোমরা এরূপ করো তাহলে তোমরা তাদেরকে নিজেদের দাওয়াতী নসীহতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলবে। বরং এমন অবস্থায় চুপ থাকাই ভালো। অতঃপর যখন তাদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করবে এবং তোমাকে নসীহত করার জন্য অনুরোধ জানাবে, কেবল তখনই তাদের সামনে নসীহত পূর্ণ দাওয়াতী বক্তৃতা পেশ করবে। লক্ষ্য রাখবে যে, বক্তৃতার ভাষা ছন্দময় ও দুর্বোধ্য যেন না হয়। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সহ-াবীদেরকে এরকম ভাষা ব্যবহার করতে দেখিনি (বরং তাঁরা সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করতেন।) (বুখারী)

## দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী ঃ জামায়াত বা সংগঠন

### আল-কুরআনে জামায়াত বা সংগঠন ঃ

(১) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ

www.pathagar.com

قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১। তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু (তথা দ্বীন)কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ে দলাদলি করো না। আর তোমরা সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। কেননা, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ই তোমাদের হৃদয়গুলোকে জুড়ে দিয়েছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ। (সূরা ঈমরান-১০৩)

(٢) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ

২। (হে মুসলমানেরা) তোমরাই হলে (দুনিয়ার মধ্যে) সর্বোত্তম দল, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের আগমন হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অন্যায়-অসৎ কাজে বাধা দেবে এবং কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিই ঈমান আনবে। (সূরা ঈমরান-১১০)

(٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

৩। হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে দিতে চাও ? (সূরা নিসা-১৪৪)

(٤) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۚ

www.pathagar.com

৪। (হে মুসলমানগণ!) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়ম বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, যা আমি(হে মুহাম্মদ) আপনার প্রতি আদেশ করেছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে কায়েম করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। (সূরা শুরা-১৩)

(৫) وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ○

৫। (হে রাসূলগণ!) আপনাদের এই যে জাতি সব তো একই জাতির (ধর্মের) অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা অতএব আমাকে ভয় করুন। (সূরা মু'মেনুন-৫২)

(৬) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ○

৬। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকেই ভাল বাসেন, যারা তাঁরপথে মজবুত সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দলবদ্ধ ভাবে লড়াই করে। (সূরা সফ্-৪)

## আল-হাদীসে জামায়াত বা সংগঠন ঃ

(١) عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهٗ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَّا اَنْ يَّرْجِعَ. وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ.

১। হারেসুল আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্ আমাকে যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলোঃ ১) জামায়াত বা দলবদ্ধ হবে। ২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে। ৩) তার আদেশ মেনে চলবে। ৪) হিজরাত করবে

www.pathagar.com

অথবা আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে এবং ৫) আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করবে। যে ব্যক্তি জামায়াত বা সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত পরমিাণ দূরে সরে গেল, সে যেন নিজের কাঁধ থেকে ইসলামের রশি বা বাঁধন খুলে ফেললো। যতক্ষণ না সে সংগঠনে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে লোকদেরকে আহবান জানাবে, সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে। যদিও সে রোজা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। (আহ'মদ, তিরমিযী)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّفَرِّقَ اَمْرَهٰذِهِ الْجَمَاعَةِ وَهِىَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ-

২। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন জামায়াত বা সংগঠন ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এর ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তাকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে তলোয়ার দিয়ে আঘাত (হত্যা) করো সে যেই হোক না কেন। (মুসলিম)

(٣) قَالَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةً اِلَّا بِاَمَارَةٍ وَلَا اَمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ-

৩। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ জামায়াত বা সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।

## তৃতীয় দফা কর্মসূচী ঃ তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ

### আল-কুরআনে তারবিয়াত ঃ

(١) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط

১। (হযরত ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল আঃ দোআ করলেন) হে আমাদের পরওয়ারদেগার (আমাদের পরবর্তী বংশধরদের) মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কেতাবের জ্ঞান ও হেকমাত তথা কৌশল শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। (সূরা বাকারা-১২৯)

www.pathagar.com

(২) كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ○

২। (হে আহলেকেতাবগণ!) যেমন আমি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার বাণী সমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন। আর এমন বিষয় শিক্ষা দেবেন যা কখনো তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা-১৫১)

(৩) هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○

৩। তিনিই সেই আল্লাহ্ যিনি নিরক্ষরদের মাঝ থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কেতাব ও কলাকৌশল। ইতিপূর্বে তারা ছিলো ঘোর অন্ধকারে।(সূরা জুমুয়া-২)

(৪) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○

৪। আল্লাহ্ ইমানদারদের প্রতি দয়া করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কেতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। কেননা, তারা ছিলো আগে থেকেই পথভ্রষ্ট। (সূরা ঈমরান-১৬৪)

(৫) مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ

www.pathagar.com

وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝

৫। কোনো মানুষকে আল্লাহ্ কেতাব, হেকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি বলবেন যে, "তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আমার বান্দা হয়ে যাও" এটা মোটেই হতে পারে না। রবং তাঁরা বলবেনঃ "তোমরা আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাও"। যেমন তোমরা কেতাব শিখতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে। (সূরা ঈমরান-৭৯)

(৬) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ط وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

৬। আমি লোকমানকে হেকমাত তথা জ্ঞান গরিমা দান করেছি এই মর্মে যে, তিনি আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন। আর কৃতজ্ঞ হয় সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যেই হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, যেন রাখ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।(সূরা লোকমান-১২)

(৭) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝

৭। অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে সে, যে নিজেকে খরিশুদ্ধ করবে। (সূরা আ'লা-১৪)

**আল-হাদীসে তারবিয়াত ঃ**

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ - وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ

www.pathagar.com

لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ- وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّاَبِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ-

১। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুনিয়ার কষ্ট সমূহের মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ্ তাআলাও কিয়ামতের দিন তার একটি বড় কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর অভাবের কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ্ও দুনিয়া ও আখেরাতে তার অভাবের কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ্ও দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দাহ্ যতক্ষণ তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, আল্লাহ্ও ততক্ষণ তার সাহায্য সহায়তা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ ধরে, আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তার বেহেশ্তের একটি পথ সহজ করে দেবেন। যখন কোনো একদল লোক আল্লাহ্র ঘর সমূহের মধ্যে কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র কেতাব অধ্যয়ন করতে থাকে এবং পরস্পর এর উপর আলোচনা করতে থাকে তখন তাদের উপর শান্তি নাযিল হতে থাকে। রহমত ও দয়ায় তাদেরকে ঢেকে দেয়। ফেরেশ্তারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সামনে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করে গর্ববোধ করেন। আর যার আ'মল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ-মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)

(٢) عَنْ مَالِكٍ اِنَّهُ بَلَّغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) قَالَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ-

২। হযরত ইমাম মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে এই খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি মানুষের নৈতিক গুণ মাহাত্মকে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়ে দেবার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

(٣) وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ

www.pathagar.com

اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَاءِهَا -

৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাতের বেলা এক ঘন্টা ইলমের দারস বা আলোচনা করা পুরো রাত জেগে জেগে এবাদত করা হতে উত্তম। (দারেমী)

(۴) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا -

৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। (বুখারী মুসলিম)

## ব্যক্তিগত রিপোর্ট

### আল-কুরআনে ব্যক্তিগত রিপোর্ট ঃ

(١) اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا○

১। (আল্লাহ্ তাআলা বিচারের দিন আ'মলনামা হাতে দিয়ে বলবেন) তুমি তোমার রিপোর্ট পাঠ করো। আজ তোমার হেসাব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (সূরা বাণী ইসরাইল-১৪)

(٢) اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ○ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ○

২। যখন দুই ফেরেশতা ডান ও বাম ঘাড়ে বসে তার আ'মল (রিপোর্ট) সংগ্রহ করেন। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) রয়েছে। (সূরা ক্বাফ১৭-১৮)

### আল-হাদীসে ব্যক্তিগত রিপোর্ট ঃ

(١) عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

www.pathagar.com

وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللّٰهِ۔

১। হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে, সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহ্‌র কাছে (ভাল কিছু) প্রত্যাশা করে সেই অক্ষম। (তিরমিযী)

## আনুগত্য

### আল-কুরআনে আনুগত্য ঃ

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج

১। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা নেতা তাদের আনুগত্য করো। (সূরা-নিসা-৫৯)

(٢) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ○

২। যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি (আনুগত্যের) মুখ ফিরিয়ে নিলো, (হে মুহাম্মদ সঃ) আমি তো আপনাকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি। (সূরা নিসা-৮০)

(٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ○

৩। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো। আর (তোমরা আনুগত্য না করে) তোমাদেরই আ'মল সমূহকে বরবাদ করে দিও না। (সূরা-মুহাম্মদ-৩৩)

(٤) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

www.pathagar.com

৪। তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো। (সূরা নূর-৫৬)

(৫) وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○

৫। তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়। (সূরা-ঈমরান-১৩২)

(৬) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ○

৬। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তাকে এমন জান্নাতে দাখিল করাবেন যার নীচ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর প্রকৃত পক্ষে এটাই হলো বিরাট সাফল্য। (সূরা নিসা-১৩)

(৭) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا○

৭। আর যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাহলে আল্লাহ্ যাদের প্রতি নি'য়ামত দান করেছেন সে তাদের সংগী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম সান্নিধ্য। (সূরা নিসা-৬৯)

(৮) اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ○

৮। মুমিনদের বক্তব্য তো কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে

www.pathagar.com

নিলাম। তারাই হলো সফলকাম। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য্য (সূরা নূর-৫১)

## আল-হাদীসে আনুগত্য ঃ

(١) قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰه وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ

১। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহ্র আনুগত্য করলো। আর যে আমাকে অমান্য করলো সে যেন আল্লাহ্কে অমান্য করলো। (বুখারী)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ নেতার কথা শোনা ও মানা প্রতটি মুসলিম ব্যক্তির জন্য অবশ্য কর্তব্য। সে কথা তার পছন্দ হোক বা না হোক। তবে এই শর্তে যে, তা যেন নাফরমানীমূলক কাজের জন্য না হয়। আর যখন আল্লাহ্র নাফরমানীমূলক কোনো কাজের আদেশ তাকে দেয়া হবে, তখন তা শোনাও যাবে না এবং মানাও যাবে না। (বুখারী-মুসলিম)

(٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يُّعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ

৩। নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমীর বা নেতার আনুগত্য করলো সে যেন আমারই আনুগত্য করলো। আর যে আমীর বা নেতাকে অমান্য করলো সে যেন আমাকেই অমান্য করলো

(٤) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَاطَاعَةَ فِى

www.pathagar.com

مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ -

৪। হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ পাপের কাজে কোনো আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু নেক (উত্তম) কাজের ব্যাপারে। (বুখারী-মুসলিম)।

(٥) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ (ص) قَالَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَّاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

৫। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন হতে হাত খুলে নেবে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে এমন ভাবে হাজির হবে যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

## পরামর্শ

### আল-কুরআনে পরামর্শ ঃ

(١) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ط فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ○

১। (হে নবী) আল্লাহ্র রহমতেই আপনি তাদের (সঙ্গী-সাথীদের) প্রতি রহম দেল। পক্ষান্তরে যদি আপনি রূঢ় ও কঠিন মেজাজের হতেন, তাহলে তারা আপনার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য (আল্লাহ্র কাছে) মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করুন। আর আল্লাহ্ তা'আলা ভরসাকারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা ঈমরান-১৫৯)

(٢) وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ○

www.pathagar.com

২। আর যারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ মেনে চলে, নামায কায়েম করে; পরস্পরে পরামর্শ করে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে (তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে)। (সূরা-শুরা-৩৮)

(٣) لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ م بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

৩। তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ কল্যাণকর নয়। কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান–খয়রাত কিংবা সৎ কাজ কিংবা মানুষের মধ্যে মিমাংসা করার জন্য করা হয় তা স্বতন্ত্র (অর্থাৎ কল্যাণকর)। যে কাজ (অর্থাৎ উত্তম কাজে পরামর্শ) করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমি তাকে বিরাট প্রতিদান দান করবো। (সূরা নিসা-১১৪)

## আল-হাদীসে পরামর্শ ঃ

(١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ۔

১। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেনঃ যে এস্তেখারা করলো, সে কোনো কাজে ব্যর্থ হবে না। যে পরামর্শ করলো, সে লজ্জিত হবে না। আর যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলো, সে দারিদ্রে নিমজ্জিত হবে না। (আল-মু'জামেস্‌ ছগীর)।

(٢) يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مُشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَيْعَةَ لَهٗ وَلَا لَّذِىْ بَايَعَهٗ۔

২। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া আমীর হিসেবে বাইয়াত (শপথ) নেবে, তার শপথ বৈধ হবে না। আর যারা তার এমারতের বাইয়াত গ্রহণ করবে, তাদের বাইয়াতও বৈধ হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَاَمْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا وَاِذَا

www.pathagar.com

كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ ظَهْرِهَا-

৩। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের নেতারা হবে ভাল মানুষ, ধনীরা হবে দানশীল এবং তোমাদের কাজ-কাম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন যমীনের উপরের ভাগ নীচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে, তখন পৃথিবীর উপরের ভাগের চেয়ে নীচের ভাগ হবে উত্তম। (তিরমিযী)

# ইহ্তেসাব

## আল-কুরআনে ইহ্তেসাব ঃ

(١) اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۙ

১। মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় অতীব নিকটবর্তী, অথচ তারা গাফলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে আছে। (সূরা আম্বিয়া-১)

(٢) اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

২। নিঃসন্দেহে তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার দায়িত্ব আমারই। (সূরা গাশিয়াহ-২৫-২৬)

(٣) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ

৩। আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল এবং অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো রাসূলগণকেও। (সূরা আ'রাফ-৬)

## আল-হাদীসে ইহ্তেসাব ঃ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْمُسْلِمُ اَخُوْا الْمُسْلِمِ لَا يَخْذُلُهٗ وَلَا يَكْذِبُهٗ وَلَا يَظْلِمُهٗ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى اَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ-

১। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে লাঞ্ছিত করে না। তার সাথে মিথ্যা বলে না এবং তার প্রতি যুলুম করে না। তোমরা প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। তার কোনো ত্রুটি দেখলে সে যেন তা দূর করে দেয়। (অর্থাৎ তার মুহাসাবা

www.pathagar.com

করে তার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করে দেয়।) (তিরমিযী)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْمُؤْمِنُ مِرْأَةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُوا الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهٗ وَيَحُوْطُهٗ مِنْ وَّرَائِهٖ -

২। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ এক মু'মিন আর এক মু'মিনের আয়না স্বরূপ এবং এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। সে তার ভাইকে (গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে) ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এবং পিছন থেকে তাকে হেফাজত করে। (মেশকাত)

**জ্ঞাতব্য ঃ** আয়না যেমন মানুষের চেহারায় কোনো দাগ অথবা ময়লা কম-বেশী না করে ঠিক সমপরিমাণ দেখিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে কোনো মু'মিন অপর কোনো মু'মিন ভাই এর দোষ ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে কম-বেশী না করে সেটা তার ভাইকে সামনা-সামনি গঠনমূলক সমালোচনা করে সংশোধন করে গোনাহ থেকে বাচিয়ে দেয়। আর এটাই হলো তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। অপর পক্ষে সংশোধনকারীও একটি গীবতের বড় গোনাহ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

## চতুর্থ দফা কর্মসূচী ঃ সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার

### আল-কুরআনে সমাজ সেবা ঃ

(١) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ○

১। তোমরা আল্লাহ্র এবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুর শরীক করো না। আর তোমরা তোমাদের বাপ-মা এর সাথে সহানুভূতিশীল ব্যবহার করো এবং নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকীন, কাছের এবং দূরের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজেদের চাকর-চাক্রানীর সাথেও ভাল ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা দাম্ভিক অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা-৩৬)

www.pathagar.com

(٢)وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا○

২। তোমার রব নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারও এবাদত করবে না এবং বাপ-মা এর সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কেউ অথবা দু'জনেই যদি তোমার জীবদ্দশায় বৃদ্ধ হয়ে যায়; তবে তাদের (খেদমত করতে গিয়ে) 'উহ্' শব্দটিও বলবে না ও তাদেরকে ধমক দেবে না এবং তাদের সাথে ভদ্র কথা-বার্তা বলবে। (সূরা বনী ইসরাইল-২৩)

(٣) وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا○

৩। তোমরা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের অধিকার দিয়ে দাও।

## আল-হাদীসে সমাজ সেবা ঃ

(١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ-

১। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে লোক তৃপ্তির সাথে পেট ভরে খায়, আর তার পাশে তার-ই প্রতিবেশী ভুখা থাকে সে ঈমানদার নয়। (বায়হাকী)

(٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِذَا طَبَخْتَ حَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ-

২। হযরত আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তুমি তরকারী পাকাবে তখন তাতে কিছু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বানাবে, যাতে করে তুমি তোমার (ভুখা) প্রতিবেশীকে দিতে পার। (মুসলিম)

www.pathagar.com

(٣) وَعَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا -

৩। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ নবী (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা সহজ নীতি ও আচরণ অবলম্বন করো। কঠোর নীতি অবলম্বন করো না। সুসংবাদ শোনাতে থাকো। পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। (বুখারী মুসলিম)

(٤) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَايَرْحَمُ النَّاسَ -

৪। হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তার প্রতিও দয়া করেন না। (বুখারী মুসলিম)

(٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُقَدِّسُ اُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِمْ حَقَّهُ -

৫। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা ঐ জাতিকে পবিত্র করেন না যে জাতির লোকেরা চারপাশে দূর্বল গরীব লোকদেরকে তাদের অধিকার দেয় না (অর্থাৎ মৌলিক চাহিদা পূরণ করে না)। (শরহে সুন্নাহ্)

(٦) عَنْ اَنَسٍ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَلْخَلْقُ عَيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عَيَالِهِ -

৬। হযরত আনাস ও হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ গোটা সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার। আল্লাহ্র কাছে সর্বোত্তম সৃষ্টি সে যে তাঁর পরিবারের (সদস্যদের) সাথে ভাল ব্যবহার করে। (বায়হাকী)

(٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) سَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ

www.pathagar.com

يَسْبَقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلَّا الشَّهَادَةَ -

৭। সহল ইবনে সাআদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ সফরে কোনো দলের নেতা তাদের (সফর সঙ্গীদের)সেবক হয়ে থাকে। যে সেবা খেদমতের দিক দিয়ে বেশী অগ্রগামী হয়ে থাকে, কোনো লোকই কোনো আমল দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। হ্যাঁ, তবে শহীদের মর্যাদা আরো উর্দ্ধে। (বায়হাকী)

(٨) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ يَدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَايَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ -

৮। আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসীরা তোমাদেরই ভাই। তাদেরকে আল্লাহ্ তোমাদেরই অধীন বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তার ভাইকে তার অধীন বানিয়ে দিয়েছেন এই জন্য যে, যেন সে তার ভাইকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়। তাকে তাই পরাই যা সে নিজে পরে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেনো তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপাতেই হয়, তবে তা সমাধান করার জন্য তার সাহায্য করা উচিত। (বুখারী মুসলিম)

## পঞ্চম দফা কর্মসূচী ঃ রাষ্ট্রীয় সংস্কার বা ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র

### আল-কুরআনে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ঃ

(١) اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝

১। নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে পবিত্র কুরআন সত্যতার সাথে এজন্যই নাযিল করেছি যে, যাতে আপনি মানুষের উপর আল্লাহ্র দেখানো পথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন এবং বিচার-ফয়সালা করেন। আর আপনি বিশ্বাস ঘাতকদের পক্ষ অবলম্বনকারী হবেন না। (সূরা নিসা-১০৫)

(٢) وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآئَهُمْ -

www.pathagar.com

২। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী তোমরা মানুষের উপর হুকুমাত কায়েম করো, আর তাদের মনের খেয়ালখুশী ও ধারণা-বাসনার অনুসরণ করোনা। (সূরা মায়েদা-৪৯)

(٣) وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ

৩। আল্লাহ্ ফয়সালা করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত রদ করার বা পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। (সূরা রাদ-৪১)

(٤) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط

৪। আল্লাহ্ ওয়াদাবদ্ধ যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সে অনুযায়ী সৎ কাজ করেছে তাদেরকে তিনি দুনিয়ার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব দান করবেন, যে ভাবে তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে তিনি দান করেছিলেন। আর যে দ্বীনকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তার ভিত্তিমূলকে গভীর নীচ পর্যন্ত মজবুত করে দেবেন এবং তাদের ভয়ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দেবেন। (সূরা নূর-৫৫)

(١) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

৫। তারা এমন লোক যারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর প্রত্যেক কাজের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। (সূরা হজ্জ-৪১)

(٦) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ .

৬। যখন কোনো দেশের জনগণ ঈমান ও তাক্ওয়ার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করবে, তখন অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা সেই সমাজের জন্য আসমান ও যমীনের

www.pathagar.com

বরকতের দরওয়াজা সমূহ খুলে দেবেন। (সূরা-আ'রাফ-৯৬)

## আল-হাদীসে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র ঃ

(١) كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ نَبَاءُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدِكُمْ وَحُكْمُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ فَصْلٌ لَيْسَ بِا لْهَزْلِ -

১। আল্লাহ্‌র দেয়া কুরআনের বিধানই একমাত্র বাঁচার উপায়। তাতে অতীতকালের জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যতের মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনও তাতে রয়েছে। বস্তুতঃ উহা এক চূড়ান্ত বিধান, উহা কোনো বাজে জিনিস নহে। (তিরমিযী)

(٢) وَعَنْ اَبِىْ يَعْلِىْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ:مَا مِنْ يَسْتَرِ عِيهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً ، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَ عِيَّتِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ-

২। হযরত আবু ইয়া'লা মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তার কোনো বান্দাকে প্রজা সাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানাবার পর সে যদি তাদের সাথে (দায়িত্বের) খেয়ানত করে এবং নির্ধারিত দিনে মৃত্যুবরণ করে; তাহলে নিশ্চিত ভাবে আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

(٣) مَامِنْ اَمِيْرٍ يَلِى اُمُوْرَ الْمُسْلِمِيْنَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ،وَيَنْصَحُ لَهُمْ،اِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ-

৩। "যে শাসক মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়; তারপর তাদের উপকারের জন্য কোনরূপ চেষ্টা যত্ন করেনা এবং তাদের কল্যাণে এগিয়ে আসেনা, সে মুসলমানদের সাথে কোনো মতেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

(٤) وَعَنْ عَائِذِبْنِ عَمِرٍ و اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ

www.pathagar.com

زِيَادٍ، فَقَالَ لَهُ : اَيُّ بُنَيَّ، اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : اِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ، فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ -

৪। হযরত আয়েয ইবনে 'আমর' (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। গিয়ে বললেনঃ হে ছেলে! রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে আমি বলতে শুনেছি; নিকৃষ্টতম শাসক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার প্রজাদের উপর কঠোর ও অত্যাচারমূলক নীতি অবলম্বন করে। কাজেই তোমরা সতর্ক থাকবে যেন তাদের দলভুক্ত না হয়ে পড়। (বুখারী মুসলিম)

(٥) وَعَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ الْاَزْدِى ، اَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَقُوْلُ : مَنْ وَّلاَهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ ، اِحْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلٰى حَوَائِجِ النَّاسِ -

৫। আবু মরিয়ম আয্দী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) কে বলেন; আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি; যাকে আল্লাহ্ মুসলমানদের কোনে কাজের জন্য শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন, আর সে তাদের প্রয়োজন। চাহিদা ও দারিদ্রতা দূর করার জন্য এতটুকুনও ভ্রুক্ষেপ করে না। আল্লাহ্ও কেয়ামতের দিন তার প্রয়োজন, চাহিদা ও দারিদ্রতা পূরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। একথা শুনে আমীর মুযারিয়া (রাঃ) জনগণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তা পূরণ করার জন্য একজন (কর্মকর্তা) নিয়োগ করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

**-ঃ সমাপ্ত ঃ-**

www.pathagar.com

## নোট

# লেখকের অন্যান্য বই

যাকাত ওশর ফিৎরা
দারসে হাদীস-১ম খন্ড
দারসে হাদীস-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-১ম খন্ড
দারসে কুরআন-২য় খন্ড
দারসে কুরআন-৩য় খন্ড
দারসে কুরআন-৪র্থ খন্ড
নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক হাদীস
ইসলামী সংগঠন ও প্রশিক্ষণ
আল-কুরআনে মানব সৃষ্টি তত্ত্ব
রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) রূহানী নামায
বিষয়ভিত্তিক কুরআন-হাদীস সংকলন
বাংলা উচ্চারণসহ ১০০ মাসনুন দোআ
ফাযায়িলে ইক্বামাতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মর্যাদা

সাহাল প্রকাশনী

সাহাল প্রকাশনী